পরিত্রাণ

জেম্‌স ও দেব ফ্লিন্ট কর্তৃক রচিত

সূচী পত্র

সূচনা (Introduction)

ভাগ বা অংশ-১ (Part-1)

১। ঈশ্বর চান প্রতিটি পুরুষ ও স্ত্রী লোক যেন পরিত্রাণ পায়। ৪
(God wants all men and women to be saved)

২। কিভাবে ঈশ্বর পাপ ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে সক্ষম? ৫
(How is God able to save from sin and death)?

৩। পরিত্রাণ একমাত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমে সম্ভব। ৭
(Salvation is only through Christ)

৪। কখন ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের রক্ষা করবেন? ৮
(When God will save men and women?)

৫। সারাংশ (Summary) ৯

ভাগ বা অংশ-২ (Part-2)

৬। পরিত্রাণ পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে? ১০
(What must I do to be saved)?

৭। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (The essential steps) ১০

ক) করুণা গ্রহণে নিজেদেরকে নমনীয় হতে হবে। ১০
(Humble ourselves, to accept Grace)

খ) বিশ্বাসে অটুট থাকতে হবে (Have Faith) ১১

গ) অনুতপ্ত হতে হবে (Repent) ১২

ঘ) ব্যাপ্তিসম গ্রহণ করতে হবে। (Be baptized) ১৩

ঙ) সর্বদা বাধ্যতায় জীবন যাপন করতে হবে। ১৪
(Live a life of obedience)

৮। একবার পরিত্রাণ পেলে সেটা কি সর্বসময়ের জন্য? ১৬
(Once saved, always saved)?

৯। উপসংহার। (Conclusion) ১৮

পরিত্রাণ

সূচনা (Introduction)

আমাদের মন, চিন্তাশক্তি দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের জীবন সম্পর্কে যে, শুধুমাত্র জন্ম ও মৃত্যু ছাড়াও আরও কিছু আছে। যখন আমরা অসীম মহাশূণ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অতীব আশ্চর্যময় সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করি তখনই উপলব্ধি করি আমাদের (মানুষের) থেকে একজন মহা-ক্ষমতাবান বিরাজমান। যখন আমরা মনুষ্যের শারিরীক কাঠামোর জটিলতা, কার্যক্রম পর্যালোচনা করি, তখনই উপলব্ধি আসে এটি কোন দূর্ঘটনা বা হঠাৎ করে কোন কারন বশতঃ গঠিত হয়নি, তাহলে কেনই বা আমরা এখানে এবং মানুষের অস্তিত্বের অর্থ কি?

অনেকের মতে মনুষ্য জীবন হচ্ছে, যাতনা ও দূর্ভোগে পূর্ণ। এটা অনস্বীকার্য যে, অনেক সময়ই জীবন যাপন অসঙ্গতিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্য বিহীন অনর্থক বলে মনে হয়। কিন্তু এই স্বর্গ-মর্তের ক্ষমতাধর সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে বলেছেন, জীবনের যথেষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান। তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, জীবনে শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ও মৃত্যু বরণ করা ছাড়াও আরও সুদূর অর্থ বহন করে।

পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়ে অনর্থক অস্তিত্ববিহীন হোক এবং তাঁর মহৎ পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত হোক। পবিত্র বাইবেল প্রত্যাশায়, প্রতিজ্ঞায় পূর্ণ একটি অসাধারণ পুস্তক যেটি আমাদেরকে 'পরিত্রাণ' পাবার পথ দেখিয়ে অর্থপূর্ণ জীবনের পথে পরিচালন করে।

ভাগ-১ (Part-1)

ঈশ্বর চান প্রতিটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরিত্রাণ লাভ করুক

(God wants all men and women to be saved)

ঈশ্বর স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন, প্রতিটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক যেন পাপ থেকে উদ্ধার পায়,

> "তাহাই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তর ও গ্রাহ্য, তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।" (১ম তীমথিয় ২:৩-৪)

> "প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন- যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে- কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, এই তাঁহার বাসনা।" (২য় পিতর ৩:৯)

ঈশ্বর আরও ব্যক্ত করেন যে, তিনি পৃথিবী তাঁর মহিমা ও তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ করবেন।

> "তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য; তাঁহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক। আমেন, আমেন।" (গীতসংহিতা ৭২:১৯)।

> "সেই সকল আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।" (যিশাইয় ১১:৯)।

> "কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।" (হবক্কূক ২:১৪)।

ঈশ্বর পরিত্রাণ প্রাপ্ত নারী, পুরুষ দ্বারা সমদূয় জগত তাঁর গৌরব ও সত্য পবিত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ করবেন। কিন্তু বর্তমান পৃথিবী যুদ্ধে বিধ্বস্ত, মহামারী, দারিদ্র, যাতনা, দূর্যোগে পরিপূর্ণ, বেশীরভাগ, মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে জানে না, জানতেও চায় না। এটি এমনই একটি পৃথিবী যেটা ঈশ্বরের গৌরব প্রতিফলনে অনেক অনেক দূরে বিরাজ করছে।

যখন এই পৃথিবী অবাধ্য, অনমনীয় লোকে পূর্ণ সেখানে কিভাবে ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ হবে? সেই যখন থেকে এদোন উদ্যানে মানব-মানবী ঈশ্বরের আদেশ ও ইচ্ছা পালনে ব্যর্থ হয় সেই তখন থেকেই তাদের বংশধরদের দ্বারা ঈশ্বরের অবাধ্যচারণ করার প্রবণতা বিরাজমান এবং ফলাফল হচ্ছে সকলেই পাপ করছে ও মৃত্যুবরণ করছে।

> "অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল" (রোমীয় ৫:১২)।

ঈশ্বরের গৌরব, পবিত্রতা দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হবার পূর্বে পৃথিবীস্থ পাপ কালিমার অবশ্যই দূরীভূত হতে হবে। যখন পাপ দূরীভূত হবে তখন অবশ্যই পাপ দ্বারা উদ্ভুত সকল প্রকার অনিষ্ঠেরও অবসান হবে,

আর এই কারনেই ঈশ্বর সমূদয় মনুষ্যের পরিত্রাণ প্রাপ্তির বিষয়ক পরিকল্পনা আমাদেরকে বলেছেন। ঈশ্বরের করুণাময় এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ছাড়া এই পৃথিবীতে কখনও ঈশ্বরের মহিমা প্রতিফলিত হবে না, থাকবে শুধু হতাশা।

ঈশ্বর কিভাবে পাপ ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করবেন?

(How is God able to save from sin and death?)

ত্রদোন উদ্যানে পাপ ও মৃত্যুর সূচনা/শুরু কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা যাক।

(১) আদম ও হবার ঈশ্বরের অবাধ্য হবার পূর্ব সময় পর্যন্ত এই পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায়পূর্ণ ছিল। (আদিপুস্তক ২:১৬-১৭, ৩:৬-১৩)।

(২) তাদেরকে মানবীয় (মরণশীল) প্রকৃতি ধ্বংস করতে যাতনাভোগে মৃত্যুবরণ করার শাস্তি আরোপিত হয়। (আদিপুস্তক ৩:১৫-১৯)।

(৩) সমুদয় মনুষ্য সেই একই মানবীয় প্রকৃতির ধারন বা উত্তরাধিকার হবে। (রোমীয় ৫:১২, ১ম করিন্থীয় ১৫:২১-২২ পদ)।

ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব দ্বারা এই পাপপূর্ণ পৃথিবী পূর্ণ করতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলির বিপরীত সাধন হওয়া প্রয়োজন এবং এটিই হয়েছিল যীশু খ্রীষ্ট কৃতকার্য হয়েছিলেন, আদম অকৃতকার্য। যীশুর জীবদ্দশায় এতটুকু পাপ তিনি করেননি, সর্বদাই তিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন, যার ফলে তিনি আমাদের জন্যে ঈশ্বরের পথ রচনা করেছেন পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করতে সক্ষম করেছেন। নীচের ধাপগুলি আমাদেরকে পাপ মুক্ত ও অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে--

(১) যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন। (ইব্রীয় ৪:১৫)।

(২) তিনি অমরণ বা স্বর্গীয় প্রকৃতি প্রাপ্তি লাভ করেন তাঁর বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসেবে যেটি কখনই পাপ করতে সক্ষম নয়। (প্রেরিত ২:২২-২৪)।

(৩) যারা তাঁকে মুক্তিদাতা হিসেবে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে বাধ্য থাকবে তারা সকলে সেই অমরণশীল প্রকৃতির অধিকার হবে। (রোমীয় ৬:৮-১২ পদ)।

আর এইভাবেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর সমুদয় মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেন। আমাদেরকে এমন এক প্রকৃতি দেওয়া হবে যেটা শুধুমাত্র ঈশ্বরের মহিমা, গৌরব প্রকাশ করবে ঠিক যেভাবে ঈশ্বর চান- সেই ব্যক্তিত্ব কখনই যাতনা ভোগ বা মৃত্যুর শিকার হবে না।

> "কেননা মনুষ্য [আদম] দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য [যীশু] দ্বারাই মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে। কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে।" (১ম করিন্থীয় ১৫:২১-২২)।

এটা পরিস্কার যে, যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র ছিলেন কোন পাপ করেননি, তাই তিনি কবরপ্রাপ্ত হওয়ার পরও পুনরুত্থিত হয়ে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা কি করে সেটা পাবো, আমরা তো পাপী?

একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারাই আমরা উদ্ধার পেতে পারি। যদিও আমরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকেই পাপী এবং মৃত্যুই আমাদের প্রাপ্য। (রোমীয় ৬:২৩)। আমরা যদি আন্তরিকভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার ধাপগুলি মেনে চলি তাহলে অবশ্যই বিচারের দিনে নিজেদেরকে পবিত্র ও সঠিক হয়ে উপস্থিত করতে পারবো (কলসীয় ১:২২, যিহূদা ২৪) এবং যখনই আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক ধার্মিক বলে গণিত হবো তখনই আমরা সেই একই রকম পুরস্কারে পুরস্কৃত হবো যেটা তিনি তাঁর পুত্রকে দিয়েছেন- অনন্তজীবন।

ঈশ্বর কর্তৃক এটি একটি অভাবনীয় (মানুষের চিন্তাধারায়) কাজ। তিনি সবসময়ই আমাদের সকল প্রকার পাপ, অক্ষমতা মুছিয়ে দিতে প্রস্তুত, তিনি আমাদেরকে সত্য, পবিত্র দেখতে চান আমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে তিনি ব্যাকুল যেটা আমরা আমাদের কল্পনাশক্তিতে আনতে পারি না। এই উচ্চীকৃত বিষয়টি হচ্ছে ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ, আর এটিই মনুষ্যের পাপ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। ঈশ্বরের দেয় প্ররিত্রাণ এমন এক উপায় যেমন একজন ব্যক্তি অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে কোট বা জ্যাকেট দিয়ে নিজেকে আবরণ করে। যখন আমরা পাপ করতে থাকি তখন আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উলঙ্গ বলা যায়। প্রতিকীভাবে অনাবৃত এই বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায় যখন আদম হবা ত্রদোন উদ্যানে প্রথম পাপে পতিত হয়। তারা অনুভব করে তারা উলঙ্গ, লজ্জিত, তাদের লজ্জা নিবারনে আদম, হবা ডুমুর পাতা ব্যবহার করে, (আদিপুস্তক ৩:৭)। যাহোক, ঈশ্বরের বিবেচনায় সেই আচ্ছাদন গ্রহনীয় হয়নি তাই তিনি পশুর চামড়ায় আবৃত করে তাদের লজ্জামুক্ত করেন (আদিপুস্তক ৩:২১)।

তারপর থেকেই অনেকদিন পর্যন্ত সেই প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতায় পাপ মুক্ত বা পাপকে আচ্ছাদিত করার জন্য রক্ত ঝরাবার প্রয়োজন হতো আর তার জন্য পশু হত্যা করা হতো (যাত্রাপুস্তক ২৯:৩৬, লেবীয় পুস্তক ১:৪, ইব্রীয় ৯:২২ পদ)।

যেহেতু আমরা সকলেই পাপী, সেহেতু সকলেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনাবৃত এবং তার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি উপযুক্ত আবরণ, যাতে করে ঈশ্বরের কাছে আমরা সঠিক ও উপযুক্ত প্রমাণিত হই। তাই যখন আমরা খ্রীষ্টতে বাপ্তাইজিত হই তখন আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করি, তিনি আমাদের উপযুক্ত আবরণ হয় পাপ মুক্ত হই আমরা।

> "কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকল খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।" (গালতীয় ৩:২৭)।
>
> "পরে প্রচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন, শুক্লবস্ত্র পরিহিত এই লোকেরা কে, ও কোথা হইতে আসিল?-- তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, ও শুক্লবর্ণ হইয়াছে" (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৩-১৪)।

"কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।-- কেননা যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত হইলাম তবে সম্মিলিত হইয়া কত অধিক নিশ্চিত যে, তাঁহার দ্বারা জীবনে পরিত্রাণ পাইব। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরে শ্লাঘাও করিয়া থাকি, যাঁহার দ্বারা এখন আমরা সেই সম্মিলিন লাভ করিয়াছি।" (রোমীয় ৫:৮-১১)।

"অগ্নি হইতে টানিয়া লইয়া রক্ষা কর, আরকতক দয়া কর। মাংসের দ্বারা কলঙ্কিত তাহাদের বস্ত্রও ঘৃণা কর।" (যিহূদা ১:২৩)। "তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন তেমনি আমরাও যদি জ্যোতিতে চলি সহভাগিতা আছে এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে, বলি আমাদের পাপ নাই, ভুলাই, সত্য আমাদের অন্তরে নাই, যদি আপন পাপ স্বীকার করি তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, পাপ মোচন এবং শুচি করিবেন" (১ম যোহন ১:৭-৯)।

"দেখ, আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি, ধন্য সেই ব্যক্তি, যে জাগিয়া থাকে, এবং আপন বস্ত্র রক্ষা করে, যেন সে উলঙ্গ হইয়া না বেড়ায়, এবং লোকে তাহার অপমান (লজ্জা) না দেখে" (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৫)।

পরিত্রাণ একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে হয়

(Salvation is only through Jesus Christ)

এটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ বা পাপমুক্তি পাওয়া যায়, কারণ কেউই পাপমুক্ত, খাঁটি নয়, কেউই এমন কোন গুণাবলী সম্পন্ন নয় বা এমন কোন জীবন যাপন করেনি বা কর্তৃত্ব রাখে না যিনি কিনা পাপের কারনে যে মৃত্যু সেটাকে রোধ করে আমাদেরকে প্রত্যাশার পথে নিয়ে যেতে পারেন।

এমন কিছু খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ও অখ্রীষ্টীয়গণ হয়তো বলবেন যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রকৃত আন্তরিক ভালবাসা বিদ্যমান থাকে, তাঁকে যদি অকৃত্রিম সম্মান দেখাই তাহলে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন। তারা হয়তো যুক্তি দেখাবে, এমন অনেক উপায় বা পথ আছে যেটা আমাদের পরিত্রাণ বা মুক্তি দিতে পারে কিন্তু কোনটা আমরা বেছে নেব তা নির্ভর করে আমাদের পূর্ব পুরুষ বা পূর্ব পরিচিতির উপরে। যাহোক, পবিত্র বাইবেলের বক্তব্য হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এবং একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই আমাদের, মানবজাতিকে পরিত্রাণ বা পাপমুক্তি দিতে পারে।

যোহন ১৪:৬ পদে স্বয়ং যীশু বলেছেন

"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না"।

"-- নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনিই সেই প্রস্তর, যাহা গাঁথকেরা যে আপনারা, আপনাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াছিল, যাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে

দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে" (প্রেরিত ৪:১০-১২)।

"কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ লাভের জন্য; তিনি আমাদের নিমিত্ত মরিলেন, যেন আমরা জাগিয়া থাকি বা নিদ্রা যাই, তাঁহার সঙ্গেই জীবিত থাকি" (১ম থিষলনীকীয় ৫:৯-১০)।

"যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন; এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন।" (ইব্রীয় ৫:৮-৯)

অনুগ্রহ বা করুণা দ্বারা পরিত্রাণ (Salvation by Grace)

যদি পরিত্রাণ একমাত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমে হয় তাহলে আমরা নিজে নিজে তা অর্জন করতে পারি না, অর্থাৎ এটি একটি দান ইফিষীয় ২:৮ পদ ব্যক্ত করে।

"কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান"।

এই বিষয়টি আমরা বিস্তারিত ভাবে অংশ-২ পাবো।

ঈশ্বর কখন স্ত্রী ও পুরুষদের রক্ষা করবেন? (When will God Save Men and Women)?

পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন অবশ্যই হবে, তার পূর্বে ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন এবং এ পৃথিবীকে তাঁর মহিমায় পূর্ণ করবেন। পবিত্র বাইবেলে পরিস্কার ভাষায় আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসবেন-

"আর তাঁহারা কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন" (প্রেরতি ১:১১)।

যখন যীশুর পৃথিবীতে পুনরাগমন হবে তখন যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আজ্ঞাবহ ছিল তাদেরকে তিনি পুরস্কার হিসেবে অনন্ত জীবন দান করবেন।

"দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্তী, যাহার যেমন কার্য, তাহাকে তেমন ফল দিব" (প্রকাশিত বাক্য ২২:১২) ।

"কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে" (১ম করিন্থীয় ১৫:২২-২৩)।

যখন খ্রীষ্ট পুনরায় ফিরে আসবেন তখন তিনি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের পুনঃস্থাপন করবেন। অতীতে ঈশ্বরের একটি রাজ্য ছিল (১ম বংশাবলী ২৮:৫), কিন্তু রাজাদের দুষ্টতা ও ভ্রষ্টতার কারনে ঈশ্বর তাদের উচ্ছিন্ন করেন এবং বলেন যে, খ্রীষ্ট ফিরে না আসা পর্যন্ত আর কোন রাজ্য বা রাজা মনোনীত করবেন না তিনি। (যিহিস্কেল ২১:২৬-২৭ পদের সাথে ২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬ পদ লূক ১:৩১-৩৩ পদ তুলনা করা যেতে পারে)।

ঈশ্বর অব্রাহাম ও দায়ূদের নিকটে যে মহাপ্রতিজ্ঞা করেন সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে হবেই। (ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্যে অনুগ্রহ করে এই পুস্তিকাতে উল্লেখ্য যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন)।

বাইবেলে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এই পৃথিবীতে ১,০০০ বছর পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য টিকে থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০ পদ এবং ২০:৪ পদ)। ১০০০ বছর পর পাপ এবং মৃত্যু পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন হবে এবং পুর্ণ হবে ঈশ্বরের অপার মহিমায় (১ম করিন্থীয় ১৫:২৪-২৮ পদ)।

১ম অংশে উল্লেখিত বিষয়ের সারাংশ। (Summary of Part-1)

আমরা দেখেছি

- ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথিবীকে তাঁর মহিমায় পূর্ণ করবেন।
- তাঁর পূর্বে অবশ্যই পৃথিবী থেকে পাপ ও মৃত্যু দূরীভূত হবে।
- পাপ ও মৃত্যু নিশ্চিহ্ন করে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের দ্বারা পরিত্রাণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন।
- যীশু তাঁর জীবনে এতটুকু পাপ না করায়, যে পাপ শুধুমাত্র মৃত্যু দেয় সেটাকে তিনি খন্ডন করে অনন্ত জীবন ধারণ করেছেন।
- অনুগ্রহের অর্থ আমরা নিজে নিজে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি না। এটা ঈশ্বর দ্বারা মূল্যহীন দান।
- যখন যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন হবে এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে তখন পুরস্কার হিসেবে অনন্ত জীবন দান করা হবে।
- রাজ্য স্থায়ী হবে ১,০০০ বছর পর্যন্ত যীশুর রাজত্ব চলবে।
- অবশেষে সম্পূর্ণ পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ হবে।

২য় অংশ (Part-2)

পরিত্রাণ বা রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার করণীয় কি?

(What must I do to be saved)?

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি (The essential steps)

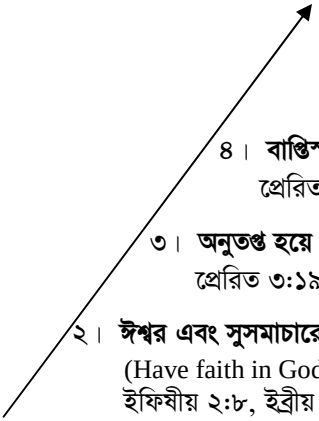

৫। **বাধ্যতার জীবন যাপন** (Live a life of obedience)
মথি ২৮:১৯-২০, ১ম তিমথীয় ৪:১৬, মথি ১০:২২, যাকোবের পত্র ১:১২ পদ।

৪। **বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে।** (Be baptized)
প্রেরিত ২:৩৮, মার্ক ১৬:১৬, প্রেরিত ৮:১৬, ১০:৪৩)

৩। **অনুতপ্ত হয়ে পরিবর্তিত হতে হবে** (Repent and be converted)
প্রেরিত ৩:১৯, লূক ১৩:৩

২। **ঈশ্বর এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করতে হবে।**
(Have faith in God and the Gospel)
ইফিষীয় ২:৮, ইব্রীয় ১১:৬, প্রেরিত ৮:১২ পদ।

১। **আমাদেরকে নত, নম্র হতে হবে- অনুগ্রহ পাবার জন্য**
(Humble ourselves- to accept Grace)
রোমীয় ৩:২৩-২৪, তীত ২:১১ পদ

১। আমাদেরকে নত, নম্র করা অনুগ্রহ পাবার জন্য।

(Humble ourselves- to accept Grace)

সর্বপ্রথম ধাপ বা পদক্ষেপ হচ্ছে, আমাদের নিজেদেরকে নমনীয় করা, কারন অনন্তজীবন দান হিসেবে পাবার জন্য আমরা আর কিছুই করতে পারি না এবং অন্য কেউই করতে পারে না। প্রতিটি মানব প্রাণই পাপ করেছে এবং একমাত্র মৃত্যুই যার কাম্য (রোমীয় ৬:২৩)। অনন্ত জীবন একটি দান বা উপহার, আমরা কখনই একে আমাদের অধিকার হিসেবে দাবী করতে পারি না। বাইবেল বলে এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ (অনুকূলের বিষয়) যে, তিনি আমাদের ধার্মিক (খাঁটি) বিবেচিত করবেন।

> "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হইয়াছে- উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়" (রোমীয় ৩:২৩-২৪)।

অতএব আমরা যেন অবশ্যই নিজেদেরকে নত করে খ্রীষ্টের পুনঃরাগমনের জন্য আমাদেরকে মনকে প্রস্তুত করতে পারি, কাঙ্খিত পরিত্রাণ পেতে। ১ম পিতর ৫:৫-৬ পদ বলে,

"তদ্রুপ হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও; আর তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর, কেননা "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।" অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নিচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করেন।"

২। ঈশ্বর এবং পবিত্র সুসমাচারে বিশ্বাস রাখা

(Have faith in God and the Gospel)।

ঈশ্বর তাঁর করুনা দ্বারা তখনই আমাদের পরিত্রাণ দেবেন যখন কিনা আমরা কিছু কিছু বিষয়ে বিশ্বাস আনবো।

> "কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান"। (ইফিষীয় ২:৮)
>
> ইব্রীয় ১১:৬ পদ বলে, "বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা"।

শুধুমাত্র ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে তিনি যে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন তা নয়, আমাদেরকে তাঁর প্রদত্ত সুসমাচারে অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের রাজ্যে সম্পর্কিত বিষয়েও বিশ্বাস আনতে হবে। পৌলের প্রচারের মূল বিষয় ছিল এই সকল বিষয় সম্পর্কিত। প্রেরিত ২৮:২৯ ও ৩০ পদে দেখা যায়,

> "--ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করিতেন, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিত না"। (প্রেরিত ২৮:২৯-৩০)।

বাপ্তিস্ম গ্রহণের পূর্বে একজন ব্যক্তিকে সুসমাচারে বিশ্বাস করা প্রয়োজন।

> "কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলে তাহারা যখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল"। (প্রেরিত ৮:১২)।

এটি অবশ্যই প্রয়োজন যে, একজন ব্যক্তিকে সঠিক প্রকৃত সুসমাচার এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান অর্জন ও বিশ্বাস করতে হবে। এ সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য হচ্ছে, যোহন ৪:২৩ পদ বলে,

> "কিন্তু এখন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন"

বাইবেল আমাদের আরও বলে, আমাদের অনন্তজীবন শুধুমাত্র ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টকে জানা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যেমন-১৭:৩ পদে যোহন সুসমাচারের এ বিষয় বর্ণিত,

> "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।" (যোহন ১৭:৩)

সঠিক জ্ঞান যীশু খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর সম্পর্কিত সত্য বিষয় একজন বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে পেতে পারি। 'বিরিয়া' নামক স্থানে (প্রেরিত ১৭:১১) পৌল যাদের কাছে সুসমাচার করেছিলেন তারা শুধুমাত্র তাঁর প্রচার শুনেই তা গ্রহণ করেনি, আগ্রহ সহকারে বাইবেল পড়ে পড়ে তাঁর প্রচারের সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করতো, আমরাও যদি সত্য সর্ম্পকে জানার ও সুযোগ খুঁজি তাহলে 'বিরিয়া'র লোকদের মত একই কাজ করতে হবে।

পবিত্র শাস্ত্রে যথেষ্ট ভজনাকারীদের সম্পর্কে জানা যাবে যারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের আদেশ বা তাঁর দেয় রীতি অনুসারে ভজনা করার তোয়াক্কা না করে তাদের নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বরের ভজনা বা উপাসনা করেছে এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া কি ধরনের ছিল। এখানে কিছু ঘটনার বর্ণনা করা গেল-

- কয়িন তার নিজস্ব উপায়ে ঈশ্বরের আরাধনা করায় ঈশ্বর কতৃক তা অস্বীকৃত হয় এবং নতুন নিয়মে কয়িনের কার্যকে মন্দ ও পাপাত্মার লোক বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। (১ম যোহন ৩:১২)

- পুরাতন নিয়মে লেবীয় পুস্তক ১০:১-৩ পদ ব্যাখ্যা দেয় হারোনের পুত্র নাদব ও অবীহু তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাঁর আজ্ঞা অবমাননা করে উপাসনায় রত হওয়াতে ঈশ্বরের ক্রোধের অগ্নিকোপে ধ্বংস হয়েছিল।

- খ্রীষ্টের জীবদ্দশায় এক শ্রেনীর যিহুদীরা তাদের নিজস্ব রীতি ও বিধি অনুযায়ী ঈশ্বরকে প্রকৃত ভজনা করে, তাদের কৃত ধর্মসূত্রের দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা অনর্থক বলে পরিগণিত হয় (মথি ১৫:৯) এবং তারা অবশ্যই, সব অধর্মচারীরাই ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে থাকবে, তারা বিতারিত হবে (লূক ১৩:২৮)।

অতএব, আমাদের কর্তব্য ২য় তিমথীয় ২:১৫ পদটি মেনে চলা,

> "তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।"

৩। অনুতপ্ত হয়ে পরিবর্তিত হওয়া (Repent, be Converted)

ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত সকল সত্য বিষয় জানার পর মানুষ হিসেবে আমাদের সচেতন ভাবে অনুতপ্ত হওয়াটা একান্তই আব্যশক এই বিষয়ে পৌলের বক্তব্য,

> "অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়" (প্রেরিত ৩:১৯)

অনুতপ্ত হওয়ার অর্থ 'উত্তমতার জন্য একজন ব্যক্তির মনমানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন', অতএব পাপী মানুষ হিসেবে আমাদের উচিৎ আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারার পরিবর্তন করে সর্ম্পূনভাবে ঈশ্বরের নিকট সর্মপিত হয়ে তাঁর ইচ্ছার মূল্য দিয়ে, আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে শুধু মাত্র ঈশ্বরের সেবা করার প্রতিজ্ঞা করা এবং খ্রীষ্টের মহা মূল্য পদাঙ্ক অনুসরণ করা। পূর্বের জীবন যাপন ছেড়ে এক নূতন পরিবর্তিত জীবন যাপন করতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সচেষ্ট থাকা।

৪। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা (Be baptized)

যদিও অনেকের কাছে মনে হতে পারে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা একটি সহজ বিষয়, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া এর তেমন কোন মূল্য নেই। না, সেটি সত্য নয়, বাপ্তিস্মের এক বিশেষ অর্থ এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিদ্যমান। আমরা যারা পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে আগ্রহী তাদেরকে অবশ্যই সময় নিয়ে বাপ্তিস্মের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে এ বিষয়টির গুরুত্ব কতটুকু। বাপ্তিস্ম জীবনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়। এ সম্পর্কিত পবিত্র শাস্ত্রের বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ,

> "যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দন্ডাজ্ঞা করা যাইবে"। (মার্ক ১৬:১৬)

লেবীয় পুস্তক আমাদের শিক্ষা দেয় তৎকালে যিহুদীগন তাদের পাপ মোচনের জন্য বলি উৎসর্গ করতো (লেবীয় পুস্তক ৪:২৭-২৯ দেখুন)। এই সবকিছু আনুষ্ঠানিকতা করাকে তার পাপের জন্য আত্মত্যাগ বলে গণিত হবে। যতক্ষনে সেই পশুটি মৃত্যুবরণ করবে তারপরই মনে করবে বা সর্বস্বীকৃত হবে যে সেই মৃত ছাগীটি তার প্রতি নিধীত্ব করেছে, এর সবকিছুতেই সে মনে করে পাপ কত ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটায়, তার পাপমোচন করার জন্য সে ঈশ্বর এর দৃষ্টিতে কোপমুক্ত হওযায়, সে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে যে তিনি তাঁর অসীম ভালবাসায় তার মত পাপী ব্যক্তির পাপাচ্ছাদনের পথ করে দিয়েছেন।

সেইরকম একই উপায়ে আমরাও আজ আমাদের পাপের ক্ষমা পায় বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য আত্মত্যাগকারী খাঁটি মেষশাবক যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে পাপের ক্ষমা পেতে পারি। এই যোগসূত্রের বিষয়ে রোমীয় পুস্তক ৬:৩-৮ পদগুলি ব্যাখ্যা দেয়,

> "...আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি? অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনত্বে চলি। কেননা যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হইব। আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি। কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে ধার্মিক গণিত হইয়াছে। আর আমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছি, তখন বিশ্বাস করি যে, তাঁহার সহিত জীবন প্রাপ্তও হইব।"

বাপ্তিস্ম হচ্ছে রূপক অর্থে আমরা মৃত্যু বরণ করে জলের দ্বারা কবর প্রাপ্ত হচ্ছি এবং আবারও যখন জল থেকে উঠে আসছি তার অর্থ পুনরুত্থিত হচ্ছি ঠিক যেমন যীশু খ্রীষ্ট মুত্যু বরণ ও কবর প্রাপ্ত হয়ে তিনদিন পর পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

বাপ্তিস্মের পর আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক নূতনতম বন্ধনে আবদ্ধ হই, আমাদের সকল অতীত ধুয়ে মুছে পরিস্কৃত হয় এবং আমরা এক নূতন সৃষ্টিতে পরিনত হই। (২য় করিন্থীয় ৫ঃ১৭)

৫। বাধ্যতার জীবন যাপন করা (Live a Life of Obedience)

একবার আমরা যদি বাপ্তাইজিত হই, তখন থেকেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদেশ ও উপদেশ সমূহ মেনে চলে তাঁর ব্যাধ্যমত জীবন যাপনে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে, অনান্যদের পরিত্রাণ পাবার মহামূল্য আশার বিষয়ে বলতে হবে।

> "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" (মথি ২৮:১৯-২০)

তিমথীয়র কাছে পৌলের লিখিত পত্রে সেই একই উপদেশ বানী দেখা যায়, ১ম তিমথীয় ৪:১৬ পদ বলে,

> "আপনার বিষয়ে ও তোমার শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এই সকলে স্থির থাক; কেননা তাহা করিলে তুমি আপনাকে ও যাহারা তোমার কথা শুনে, তাহাদিগকেও পরিত্রাণ করিবে।"

আমাদের বাপ্তিস্মের সাথে সাথে আমাদের প্রভুরও পরিবর্তিত হয়, আমরা আর পাপের দাস থাকিনা কিন্তু ধার্মিকতার সাথী হই। (রোমীয় ৬:১৬-২৩) প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাদের জীবনের একমাত্র প্রভু বলে স্বীকৃত হয় (রোমীয় ১:১ পদ), কারণ আমাদেরকে মূল্য সহকারে বা দিয়ে কেনা হয়েছে তাই আমরা ১০০% ভাগ তাহাঁর প্রতি নিবেদিত। সুতরাং প্রভুর আদেশ মত চলতে আমরা আমাদের সারাজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তাই জীবনের অন্তিম মুহুর্ত পর্যন্ত যেন আমরা সেটাতে বিশ্বাস থাকি।

> "--- আমার নাম প্রযুক্ত তোমারা সকলের ঘৃনিত হইবে, কিন্তু যে কেহ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে" (মথি ১০:২২)

> "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে।"(যাকোব ১:১২)।

খ্রীষ্টের আদেশ সমূহ আমাদের বর্তমান জীবনের চলার পাথেয় হিসেবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও সর্বত্তোম। (খ্রীষ্টের আদেশ সমূহ নামক বুকলেটটি পাবার জন্য আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন)।

খ্রীষ্টের বিভিন্ন আদেশ সমূহ আমরা সুসমাচার গুলিতে (মথি, মার্ক, লূক, যোহন) ছাড়া প্রেরিত পৌল ১ম করিন্থীয় ১৪:৩৭) পদে উল্লেখ করেছেন, সে সকল বিষয় মূলতঃ খ্রীষ্টেরই আদেশ, যাকে কখনই অবহেলা করা যাবে না। তারপরও মনুষ্য হিসাবে আমরা অকৃতকার্য হবো, তথাপি আমাদের বাধ্যতার জীবন যাপন করতে হবে, যেহেতু আমরা খ্রীষ্টের সাথে বন্ধন প্রাপ্ত তাই তাঁর মধ্যে দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের সাথে যোগযোগ করে ক্ষমা পাবার সুযোগ আছে। (১ম যোহন ১:৭-৯ এবং ২:১-২)

বাধ্য থেকে ঈশ্বরও খ্রীষ্টের আদেশ সমূহ পালন করে জীবন যাপন ততটা সহজ নয়। যেহেতু, ঈশ্বর জানেন এবং আমাদের এই অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত তাই তিনি আমাদের সেই দূর্বলতা কাটিয়ে তাঁর প্রতি বাধ্য থাকার উপায় হিসেবে নিম্নোক্ত অমূল্য বিষয়সমূহ এর বিধান করেছেন।

১। পবিত্র শাস্ত্র বা বাইলে অধ্যয়ন (Bible Reading)

ঈশ্বর বাইবেলে তাঁর পবিত্র বাক্য আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আমাদের শারিরীক বৃদ্ধি ও শক্তি পাবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পরিমানে খাদ্য গ্রহণ করতে হয় ঠিক তেমনিই আত্মিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য আমাদের নিয়মিত ঈশ্বরের বাক্য পড়া ও মনে রাখার দ্বারা জীবনের প্রতিমূহুর্তে কোন না কোন বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব। খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের প্রতিদিনের বাইবেল অধ্যয়নের চার্ট অনুসরণ করে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বছরে একবার এবং নতুন নিয়ম দুবার পড়ে শেষ করা যায়। (আমরা বিনা মূল্যে কপি সরবরাহ করে থাকি) ।

২। প্রার্থনা (Prayer)

যে কোন মূহুর্তে যে কোন স্থানে আমরা আমাদের বিনতি নিবেদন বা ঈশ্বরের সাথে যোগযোগ বা কথা বলতে পারি নিবেদন করতে পারি, আমাদের দূর্বলতা জানিয়ে সাহায্য ও শক্তি কামনা করতে পারি। আমাদের অবহেলা করা উচিৎ নয়, যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং সব সময়ই প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর স্বর্গীয় পিতার সাথে যোগাযোগ করেছেন আমাদেরও কোনভাবেই অবহেলা করা উচিৎ নয় এবং আমাদেরকেও একই উপদেশ দিয়েছেন, যেটা আমাদের করা উচিৎ তাঁর অনুসারী হিসেবে (লূক ১৮:১ পদ)।

প্রতিদিন আমরা কতবার, বা কোন কোন সময়ে প্রার্থনা করবো এমন কোন সংখ্যা বা নিদিষ্ট সময় সম্পর্কে শাস্ত্রে বিশেষ কোন উল্লেখ নেই বা কোন আদেশ দেওয়া হয়নি, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা যে কোন সময়, যে কোন অবস্থায়ই শুনতে আগ্রহী, তবে ঈশ্বরের বিভিন্ন ভক্তজন, বিশ্বাসীগন তাদের জীবনে কিছু কিছু নিয়ম অনুসরণ করেছেন ব্যক্তিগতভাবে যে বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে তাঁদের জীবনচারণে দেখা যায় যেমন ভাববাদী দানিয়েলের উদাহরণ, তিনি প্রতিদিন তাঁর জীবনে তিনবার বিশেষ প্রার্থনার অভ্যাস করেছিলেন, সকালে, দুপুরে, এবং সন্ধায় (দানিয়েল ৬:১০ পদ)।

৩। সহভাগীতা (Fellowship)

সহভাগীতা বলতে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসীগন রুটির টুকরো ও দ্রাক্ষারস একই সাথে প্রার্থনা উৎসর্গের পর পান করা বোঝায়, যেটি স্বয়ং খ্রীষ্টের আদেশ (১ম করিন্থীয় ১১:২৩-২৯)। এই পর্বটি সেই সকল বিশ্বাসীদের একত্রিত থাকতে শক্তি যোগায় ও সাহায্য করে এবং এর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের জীবনে প্রভুর সত্যময় খাঁটি জীবনের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে থাকি, যেন কিনা তাঁর মত জীবন-যাপন করতে প্রেরণা পাই আমরা।

একবারের পরিত্রাণে কি সর্বদাই পরিত্রাণ?

(Once saved, always saved?)

পবিত্র শাস্ত্র আমাদের কখনই বলে না যে, আমরা যে কোন পরিত্রাণ পাবোই, যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ফিরে আসবার পরে যে বিচার হবে তারপরই নির্ভর করবে আমাদের অনন্ত জীবন। যদি খ্রীষ্ট আমাদেরকে অনন্তজীবন' বা তাঁর রাজ্যের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত করেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যদি কিনা আমরা মনে করি যে, গীর্জায় যেতে হয়, সহভাগীতা রাখতে তাই যাচ্ছি, সহভাগীতা রাখছি,

সুতরাং ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের তো আর কিছু করার নেই, আমরা তো অবশ্যই পরিত্রাণ পাবো--- তা সঠিক নয়, বাইবেল সেটা শিক্ষা দেয় না।

পবিত্র বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় না যে, যদিও আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি তাহলেও আমরা পরিত্রাণ পাবো কিনা সে ব্যাপারে কোন নিশ্চিতভাবে বলা নেই, আমাদের জন্য বলা হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে হলে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে, (লূক ১৩:২৩-২৪)। শুধুমাত্র ইহাই নয়, অনন্ত জীবনের সন্ধান যদি আমরা করি তা পাবার পথও বাইবেলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (মথি ৭:১৩)। পরিস্কারভাবে আরও ব্যক্ত করা হয়েছে, উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে খ্রীষ্ট অনেকেই চিনবেন না, এবং অস্বীকার করবেন, কারণ তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন না করে পরিত্রাণের জন্য যার যার নিজেদের পথ পদ্ধতি মতে ভজনা করেছে (মথি ৭:২১-২৩ পদ)। খ্রীষ্ট আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর আদেশগুলি মান্য করে চলা হচ্ছে খ্রীষ্টিয় জীবনের অন্যতম পাথেয় এবং যেটা পরিত্রাণ প্রাপ্তির শ্রেষ্ট উপাদান সমূহ। (মথি ২৮:১৯-২০) এবং (১ম তিমথীয় ৪:১৬, ইব্রীয় ৫:৯ পদ)

অনেক খ্রীষ্টিয়ানই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির দিন, ক্ষন, মুহুর্ত পর্যন্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল, এত পরিমানে বা বেশীমাত্রাই বিশ্বাসী হওয়াটা খুবই সহজে যে কোন ভুল বা অপরাধ প্রবনতায় পরিচালন করতে পারে। ১ম করিন্থীয় ১০:১২ পদ এ প্রসঙ্গে শিক্ষা দেয়, "অতএব যে মনে করে, আমি দাঁড়াইয়া আছি, সে সাবধান হইক, পাছে পড়িয়া যায়"।

পবিত্র বাইবেলের পরিস্কার ও সত্য বক্তব্য -

* কোন বিশ্বাসীই তাদের বর্তমান জীবদ্দশায় অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে না। (মথি ১০:২২, ১ম করিন্থীয় ১৫:১-২, তীত ১:২, ইব্রীয় ৩:১২-১৪। ২য় পিতর ১:১০ পদের সঙ্গে তুলনা করা চলে তীত ৩:৭ পদের সঙ্গে রোমীয় ৮:২৪ পদের সঙ্গে মথি ২৪:৪৬ এবং সর্বশেষ দানিয়েল ১২:২ পদের তুলনা করা যেতে পারে)

* তারাই পরিত্রাণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় যারা খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং জীবনে চলার পথে সবরকম পরীক্ষাকে অতিক্রম করে স্থির থেকেছে। (প্রকাশিত বাক্য ২:৭,১৭,২৬ পদ, ৩:৫,১২,২১ পদ)

* পরিত্রাণ হচ্ছে-ভাবীকালের শিরস্ত্রাণের অভিজ্ঞতা। (রোমীয় ১৩:১১ পদ, ১ম থিষলনিকীয় ৫:৮, ইব্রীয় ১:১৪ পদ)

* অনন্তজীবন বিশ্বাসীগনের জন্য "শেষদিনের" দান বা পুরস্কার। (যোহন ৬:৩৯-৪০, ৫৪ পদ, ১ম করিন্থীয় ১৫:১২-২৩ পদ)

প্রেরিতদের মধ্যে সব থেকে নিবেদিত প্রেরিত পৌল যিনি তাঁর নিজের পুরস্কারের সম্পর্কে সন্দিহান প্রকাশ করে ১ম করিন্থীয় ৯:২৪-২৭ পদে বলেছেন, জীবনের জন্য সেই ক্ষয়নীয় মূকূট পাবার দৌড়ে তিনিও হয়তো পিছিয়ে যেতে পারেন এবং ফিলিপিয়ানদের কাছে লিখিত আরেকটি পত্রে পৌল পরিস্কার বলেছেন তাঁর পরিত্রাণও নিশ্চিত নহে। পৌল রোমীয়দের কাছে তাঁর পত্রে বলেছেন, রোমের

পরজাতীয় বিশ্বাসীগন তোমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের করুনাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে সাথে নিয়ে চলো তা না হলে যিহুদীদের মত তিনি তোমাদেরকেও উচ্ছেদ/উপড়ে ফেলবেন।

> "...অতএব ঈশ্বরের মধুর ভাব ও কঠোর ভাব দেখ; যাহারা পতিত হইল, তাহাদের প্রতি কঠোর ভাব, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব, যদি তুমি সেই মধুর ভাবের শরণাপন্ন থাক; নতুবা তুমিও ছিন্ন হইবে।" (রোমীয় ১১:২১-২২)

ইব্রীয় পত্রের তিনটি উদ্ধৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যেখানে সন্দেহাতীত ভাবে বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা ও খ্রীষ্টেতে বাপ্তাইজিত হওয়ার পরও পরিত্রাণ কারোর জন্যেই নিশ্চিত হয়না। ইব্রীয় ৩:১২-১৪ পদ, ইব্রীয় ৬:৪-৬ এবং ইব্রীয় ১০:২৬-২৯ পদ)।

ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের মনুষ্যস্বভাবের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁর প্রতি বাধ্য, অবনত থাকি। প্রলোভনকে দমিয়ে রেখে পরীক্ষায় না পড়াটা তত সহজ ব্যাপার নয় এর জন্য প্রয়োজন বিরাট পদক্ষেপের, প্রচুর অপরিমেয় ধৈয্য নিয়ে অধ্যবসয়, যেটা একমাত্র অবিরত প্রার্থনা ও বাইবেল অধ্যয়ন করার মধ্যে দিয়ে সম্ভব। পৌল তাঁর নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করে রোমীয়দের কাছে লিখিত পত্রে বলেছেন। প্রতি নিয়তই তাঁকে নিজের সঙ্গে বুঝতে হয়, যুদ্ধ করতে হয় (রোমীয় ৭:১৪-২৫ দেখুন)।

শেষদিনের বিচারে যে যেমন করেছে সেই মতই সে পুরস্কৃত হবে। যারা তাদের এ জীবনে সেই পুরস্কার পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা অবশ্যই অনন্ত জীবনে যাবার অধিকারী হবে। অপরদিকে অবাধ্য, দুষ্টজনেরা ক্লেশে ও সংকটের মধ্যে বর্তিত হবে। (রোমীয় ২:৫-১০)

'পরিত্রাণ' শব্দটিকে ঘিরে যে সব দ্বন্ধ বিরাজ করছে বা করে তার মধ্যে প্রথমত" শব্দটি হচ্ছে রক্ষা বা মুক্তি পাওয়া সেটাকে এইভাবে ব্যখ্যা করা যেতে পারে, ধারনা করা যাক, একটি উড়োজাহাজ কোন কারণবশতঃ মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে ভেঙ্গে যাওয়াতে যাত্রীগন বাঁচার তাগিদে চিৎকার করতে থাকলো, কেই কেউ লাইফ জ্যাকেট বা বোট দেখে বলে উঠলো, ধন্যবাদ ঈশ্বর, আমি রক্ষা পেয়েছি, সে তখনও জানে না যে, সেই জীবন রক্ষাকরী জ্যাকেট দ্বারা শেষ পর্যন্ত সে রক্ষা পাবে কিনা, উত্তাল ঢেউএর আঘাতে আঘাতে জ্যাকেট বা বোট ছিদ্র হয়ে জল ঢুকে একসময় ডুবে যেতে পারে, উদ্ধারকারী উড়োজাহাটিও চূর্ণ হতে পারে, অর্থাৎ সবরকম সাম্ভাব্য বিপদমুক্ত হয়ে যতক্ষন পর্যন্ত কূলে না আসে ততক্ষন বলা যাবে না সেরক্ষা বা মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া যখন আমরা পবিত্র শাস্ত্রের শরনাপন্ন হই সেখানে মুক্তি বা রক্ষা পাওয়ার (Saved) পরিস্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, শাস্ত্রে আলাদা আলাদা ভাবে তিনটি ভিন্ন অর্থে শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যদি আমরা ভিন্ন অর্থে শব্দটির বিবেচনা করি তবে সেভ্ড শব্দটির যথার্থ ব্যবহারে সচেষ্ট হবো।

১। সেভ্যড বা মুক্তি/রক্ষা পাওয়া অতীত কালের কার্য হিসেবে অর্থাৎ আমাদের জন্য খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা একজন বিশ্বাসী বাপ্তিস্মের মাধ্যমে নিজেকে যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে তখন সে সেই গভীর সমূদ্রে জীবনরক্ষা কারী জ্যাকেট বা বোট দেখে বলতে পারার মত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে রক্ষা করার জন্য। (২য় তিমথীয় ১:৯ পদ ও তীত ৩:৫ পদ দ্রষ্টব)

২। রক্ষা বা 'মুক্তি' পাওয়া শব্দটি (Saved) বর্তমান কালের কাজ (গ্রীক ভাষায় চলতি সময়, কাল) অর্থাৎ পরিত্রাণের বা রক্ষা পাওয়ার কাজটি চলছে, থাকছেই বা থাকবে। উল্লেখ্য উদ্ধৃতিসমূহ প্রকাশ করে যে, পরিত্রাণ পাওয়ার কাজটি একটি সার্বক্ষনিক পদ্ধতি, যেটা তার লক্ষে পৌছাবার জন্য শুরু হয়ে চলতেই থাকে পৌছানো না পর্যন্ত, প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। (প্রেরিত ২:৪৭ পদ, ১ম করিন্থীয় ১:১৮, ১ম করিন্থীয় ১৫:২, ২য় করিন্থীয় ২:১৫ পদ দ্রষ্ট্যব), এই কার্যক্রমটি সমুদ্রে ডুবুন্ত ব্যক্তিটি বাঁচার তাগিদে জীবন রক্ষাকারী বোটে পৌছেঁতে সক্ষম হয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

৩। পরিত্রাণ বা মুক্তি পাওয়া শব্দটির সর্বশেষ বা সর্ব্বোচ ব্যবহার হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ কালের কার্যক্রম বোঝাতে। (মথি ১০:২২, ১ম করিন্থীয় ৩:১৫, ৫:৫ এবং ১ম তিমথীয় ৪:১৬ পদ গুলি দ্রষ্ট্যব), এটিকে সেই ডুবুন্ত ব্যক্তিটির নিশ্চিন্তে মুক্ত ভূমিটির উপরে উঠে আসাকে বোঝায়।

উপসংহার (Conclusion)

একমাত্র খ্রীষ্টের অসাধারণ বাধ্যতার কারণে ঈশ্বর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং ঈশ্বর খ্রীষ্টের দ্বারা পৃথিবীর জন্য তাঁর পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে ও মহিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। খ্রীষ্টের পুনঃ আগমনে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই রাজ্য দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ হবে।

আমরাও সেই রাজ্যের একজন অংশীদারী হতে পারি যদি কিনা আমরা আমাদের জীবনের পদক্ষেপ দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশ সমূহ অনুসরণ করি, যে সকল বিষয় পবিত্র শাস্ত্র আমাদের নির্দেশ দেয়। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার পুরস্কার হিসেবে ঈশ্বর আমাদের ধার্মিক গণিত করে অনন্ত মৃত্যুর অবস্থার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করে অনন্ত জীবনের পরিত্রাণ দেবেন।

ঈশ্বর কৃতক এই প্রত্যশার বাক্য অতীত বাস্তব। ঈশ্বরের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়, অনড়, চলে আসছে এবং চলতেই থাকবে, এক্ষনে আমাদের উপর নির্ভর করে আমরা কি পরিত্রীত হয়ে এই মহা পরিকল্পনায় অংশী হতে চাই কি না। এটির জন্য দুটি পথই আমাদের জন্য বা সামনে উন্মুক্ত, একটি প্রশস্ত রাস্তায় চলে অনন্ত মৃত্যুর দিন গোনা এবং অপরটি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে গিয়ে সংকীন পথে চলে অনন্ত জীবনকে আলিঙ্গন করা- সিদ্ধান্ত আমার আপনার। বিবেচনা করা যাক - দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৯-২০

> "আমি অদ্য তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, আশীর্বাদ ও শাপ রাখিলাম। অতএব জীবন মনোনীত কর, যেন তুমি সবংশে বাঁচিতে পার; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর, তাঁহার রবে অবধান কর ও তাঁহাতে আসক্ত হও; কেননা তিনিই তোমার জীবন ও তোমার দীর্ঘ পরমায়ুস্বরূপ; তাহা হইলে সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদিগকে, অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে, যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তুমি বাস করিতে পাইবে।"

জেম্স ও দেব ফ্লিন্ট
ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

বিঃদ্রঃ সুধী পাঠক বৃন্দদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুস্তিকাটি পড়া শেষে অনুগ্রহ পূবর্ক দয়া করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে অথবা কোন মন্তব্য থাকলে সেগুলি লিখে আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন।

প্রশ্নাবলী ঃ- (Questions)

১। মানুষ্যের পরিত্রাণ পাবার প্রয়োজনীয়তা কি?

২। এদোন উদ্যানে ঈশ্বর কিভাবে উলঙ্গতার আচ্ছাদানের যোগান দেন?

৩। আমাদের জন্য কি ধরনের আচ্ছাদানের ব্যবস্থা তিনি করেছেন?

৪। ঈশ্বর কখন, কিভাবে স্ত্রী, পুরুষকে পরিত্রাণ বা রক্ষা করবেন?

৫। অনুগ্রহ বা করুনা বলতে কি বোঝান হয়?

৬। পরিত্রাণ বা রক্ষা পাবার পাঁচটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কি কি?

৭। প্রতিটি পদক্ষেপের নাম উল্লেখ পূর্বক সেগুলির সপক্ষে অন্ততঃ দুটি বাইবেলের পদ-লিখুন

৮। একজন পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি কি সারাজীবনের জন্য রক্ষিত বা পরিত্রীত?

৯। উপরোক্ত ৮নং প্রশ্নের সপক্ষে যথাযথ যুক্তি দেখাতে বাইবেলের পদ উল্লেখ করুন-

১০। মোশি ইস্রায়েলীয়দের কাছে কোন সিদ্ধান্তের ভারছেড়ে দেন?

উত্তর পাঠাবার ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানাঃ-

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ**

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Salvation

By James and Deb Flint

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: Re-Edit Carey Version, BBS (with permission)

September 2012

This booklet is translated and published with the kind permission of Printland Publishers, GPO Box159, Hyderabad A.P. 500001, India